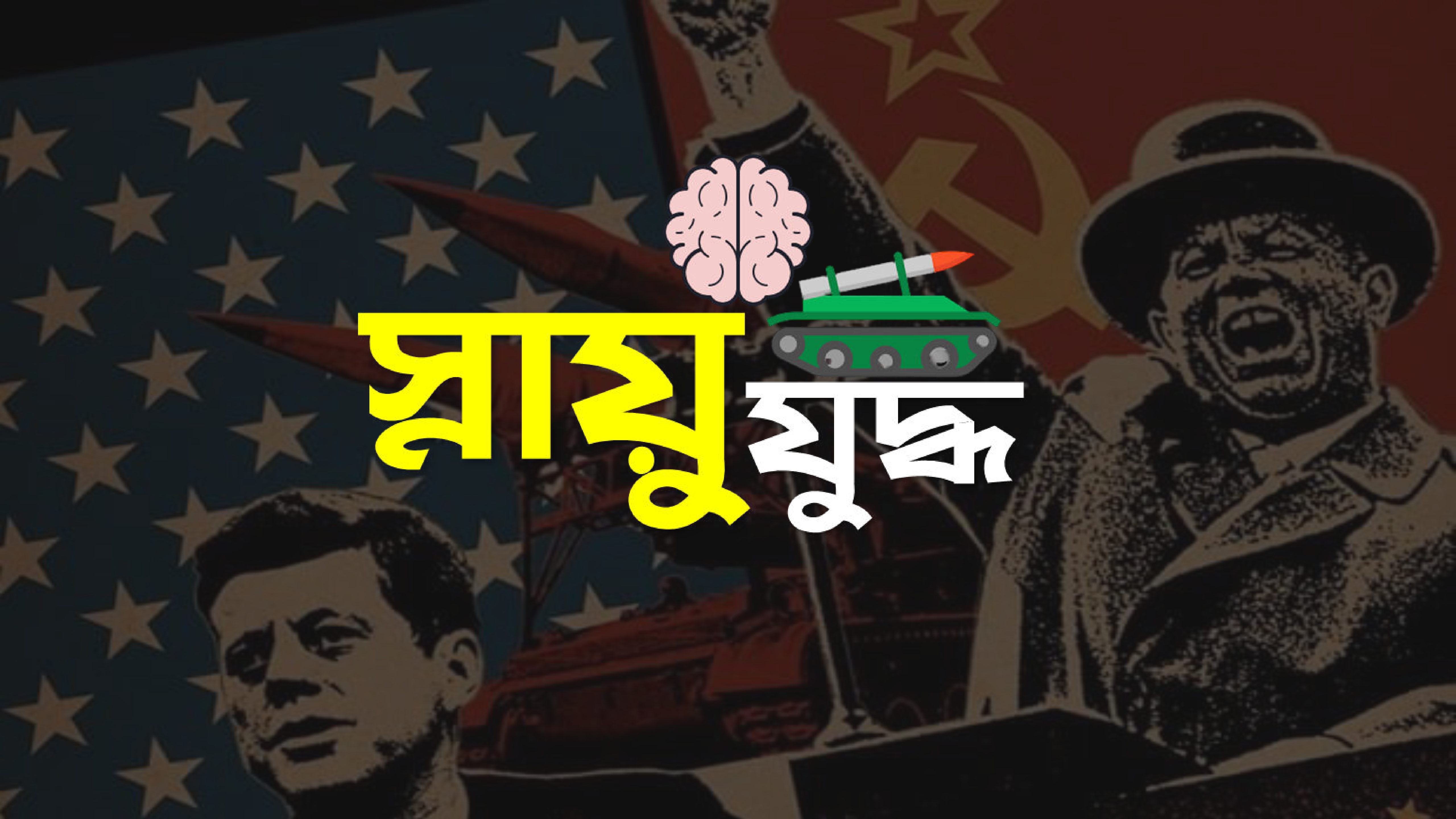
স্নায়ুযুদ্ধ

ফেব্রুয়ারি ৪-১১: রাশিয়ার ক্রিমিয়ায় রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট , প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্টালিন এবং তাদের শীর্ষস্থানীয় সহযোগীদের সাথে ইয়ালটা সম্মেলনে বসেন।

মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানির যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা স্থির করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি (ইউএস, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স) জার্মানিকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে ভাগ করেন।

- ৬ মার্চঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন রোমানিয়ায় একটি পুতুল সরকার স্থাপন করে ।

- মার্চ-এপ্রিল: স্ট্যালিন পোল্যান্ডে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কমিউনিস্ট পুতুল সরকার-এ পরিণত করেন এবং এতে আমেরিকা ও ব্রিটেন ক্ষোভ প্রকাশ করে।

- ২৪ জুলাই: পটসডাম সম্মেলনে ট্রুম্যান স্ট্যালিনকে জানিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে ।

আগস্ট:

ট্রুম্যান যুদ্ধ সেক্রেটারি হেনরি স্টিমসনের পরামর্শ অনুসরণ করে জাপানের হিরোশিমায় **৬ আগস্ট** বিশ্বের প্রথম পারমানবিক বোমার সামরিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। বোমাটির নাম লিটল বয়। বোমাটিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল ইউরেনিয়াম-২৩৫।

৮ ই আগস্ট:

ইউএসএসআর এর মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ।

আগস্ট ৯:

ট্রুমান জাপানের শহর নাগাসাকির বিরুদ্ধে বিশ্বের দ্বিতীয় পারমানবিক বোমা ব্যবহারের অনুমতি দেন। এ বোমাটির নাম ফ্যাট ম্যান। বোমায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল প্লুটোনিয়াম-২৩৯।

আগস্ট ১২:

কোরিয়ার উত্তরে জাপানি বাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এবং দক্ষিণে আমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

- আগস্ট ১৯-সেপ্টেম্বর: ভিয়েতনাম এর নেতা হো চি মিন স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের ঘোষণা দেন।
- ২ সেপ্টেম্বর: জাপানিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

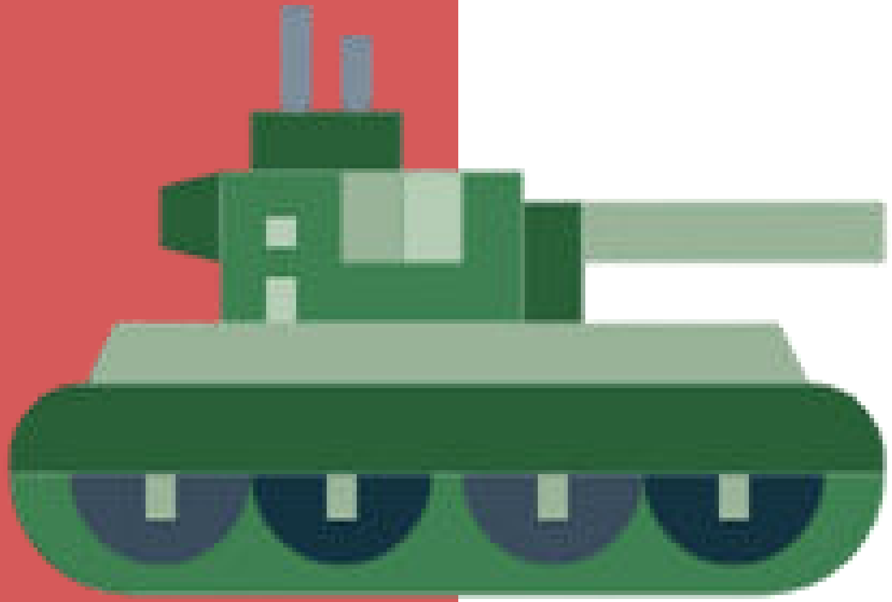

- জানুয়ারি: কমিউনিস্ট এবং কুওমিনতাং নেতৃতাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ১৯২৭ সালে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তা বিশ্বযুদ্ধের পর আবারো পূর্ণ মাত্রায় শুরু হয়।

ফেব্রুয়ারি ৯:

জোসেফ স্টালিন তার নির্বাচনী বক্তব্য রাখেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতের যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলছে যা কোল্ড ওয়ারকে তরান্বিত করে।

ডিসেম্বর ১৯:

ইন্দোচীনে ফরাসি অবতরণের পর প্রথম ইন্দোচীন যুদ্ধ শুরু হয় ।

১৯ শে জানুয়ারি:

পোল্যান্ডস রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার সাথে পোল্যান্ড একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

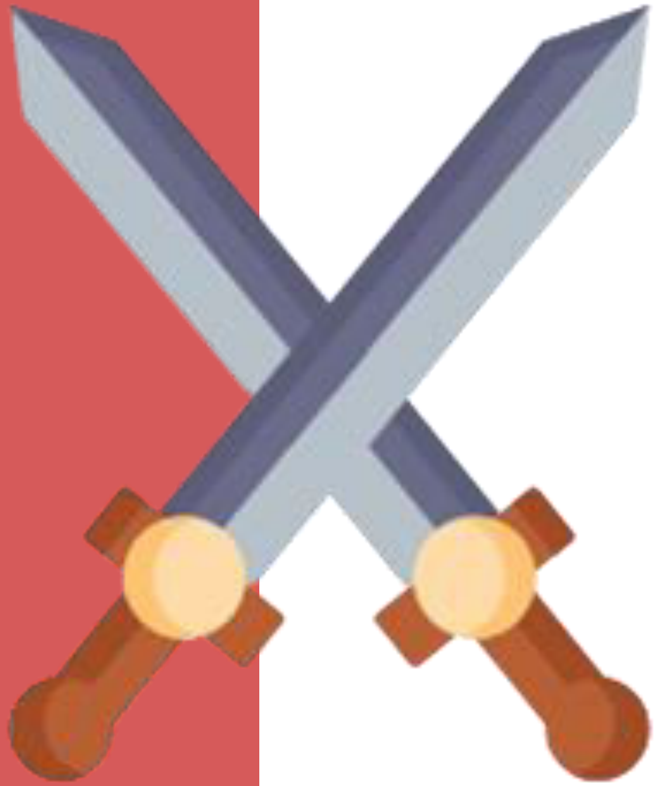

মার্চ ১২: রাষ্ট্রপতি হ্যারি এস ট্রুমান গ্রিস ও তুরস্ককে সোভিয়েতের কম্যুনিস্ট আয়ত্তের মধ্যে না পড়ার জন্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ট্রুম্যান ডকট্রিনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ট্রুম্যান ডকট্রিন একটি আমেরিকান বৈদেশিক নীতি ছিল যার উল্লিখিত উদ্দেশ্য হ'ল স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ভূ-রাজনৈতিক প্রসারকে প্রতিহত করা।

এটি কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্রপতি হ্যারি

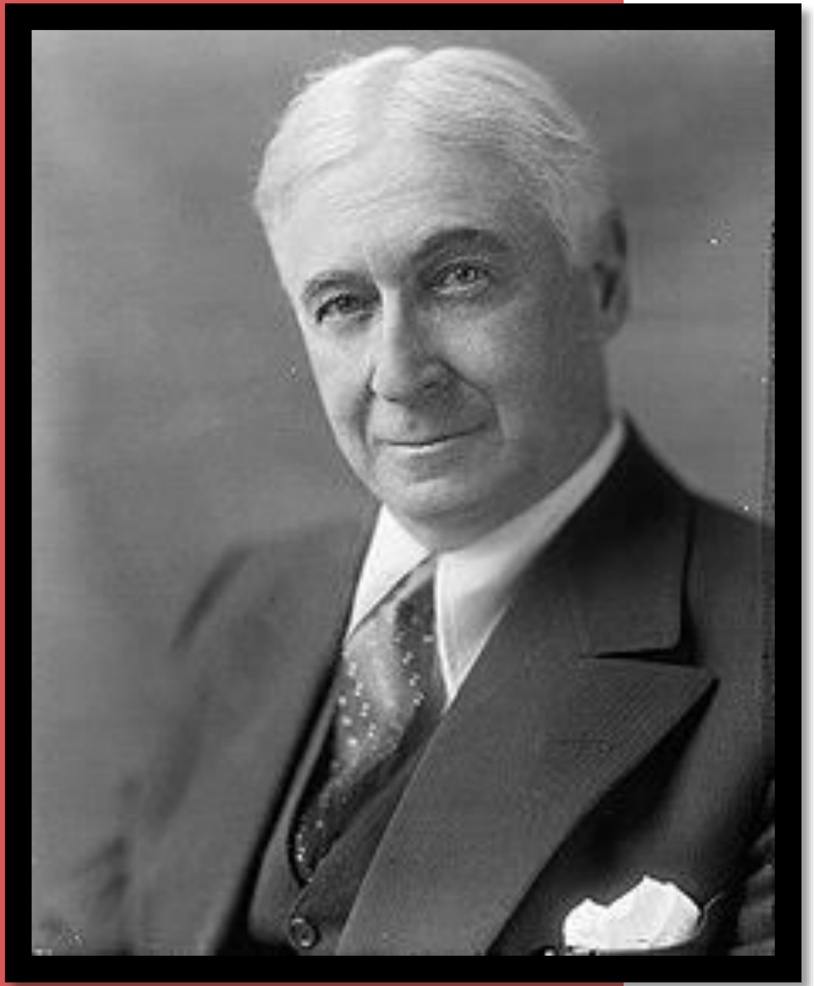

১লা এপ্রিল: যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম "শীতল যুদ্ধ/কোল্ড ওয়ার” শব্দটি এক বক্তৃতায় ব্যবহার করেন বার্নার্ড বারুচ।

*এর পূর্বে ১৯৪৫ সালে ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েল একটি প্রবন্ধে “কোল্ড ওয়ার” শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

৫ জুন: সেক্রেটারি অফ স্টেট জর্জ মার্শাল পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার একটি বিস্তৃত কর্মসূচির পরিকল্পনার রূপরেখা দিয়েছেন। এটি মার্শাল পরিকল্পনা/মার্শাল প্লান হিসাবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত হয়।

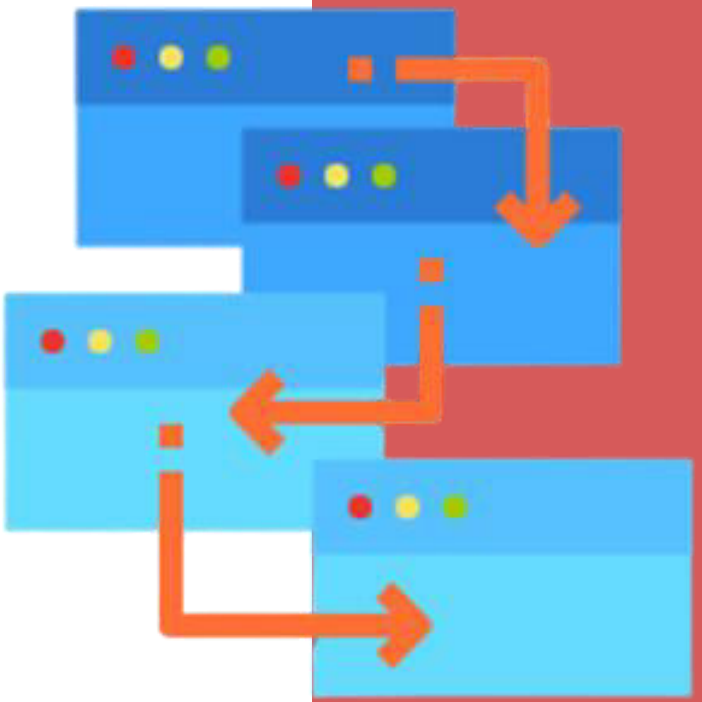

আগস্টঃ ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সেপ্টেম্বর: সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (COMINFORM) গঠন করে।

১৪ ই নভেম্বর:

জাতিসংঘ কোরিয়া থেকে বিদেশী সেনা প্রত্যাহার, দুটি প্রশাসনের প্রত্যেকটিতেই নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং উপদ্বীপের একত্রীকরণের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করে।

জানুয়ারি ৪

বার্মা যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীন হয়।

1948

মে ১৪

ইসরায়েল রাষ্ট্রটি গঠিত হয়।

২৪ শে জুন: স্ট্যালিন বার্লিন অবরোধের নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিন পর্যন্ত সমস্ত স্থলপথ বন্ধ করে দিয়ে শহর থেকে ফরাসী, ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বাহিনীকে অনাহারে রাখার চেষ্টা করে, যা ইতিহাসে বার্লিন ব্লকেড নামে পরিচিত।

জবাবে, তিনটি পশ্চিমা শক্তি বার্লিনের নাগরিকদের বিমানের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য বার্লিন বিমান পরিবহন চালু করে, যা বার্লিন এয়ারলিফট নামে পরিচিত।

সেপ্টেম্বর ৯:

সোভিয়েত ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়াকে সমস্ত কোরিয়ার বৈধ সরকার হিসাবে ঘোষণা করে এবং কিম ইল-সাং-কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করে।

1949

৪ঠা এপ্রিল:

কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করার জন্য **উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা** (ন্যাটো) গঠন করে। এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য গুলো হলোঃ বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

- আগস্ট ২৯:

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে।

মার্চ ১১:

তাইপেই, তাইওয়ানে কুওমিনতাং নেতা চিয়াং কাই-শেক তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন।

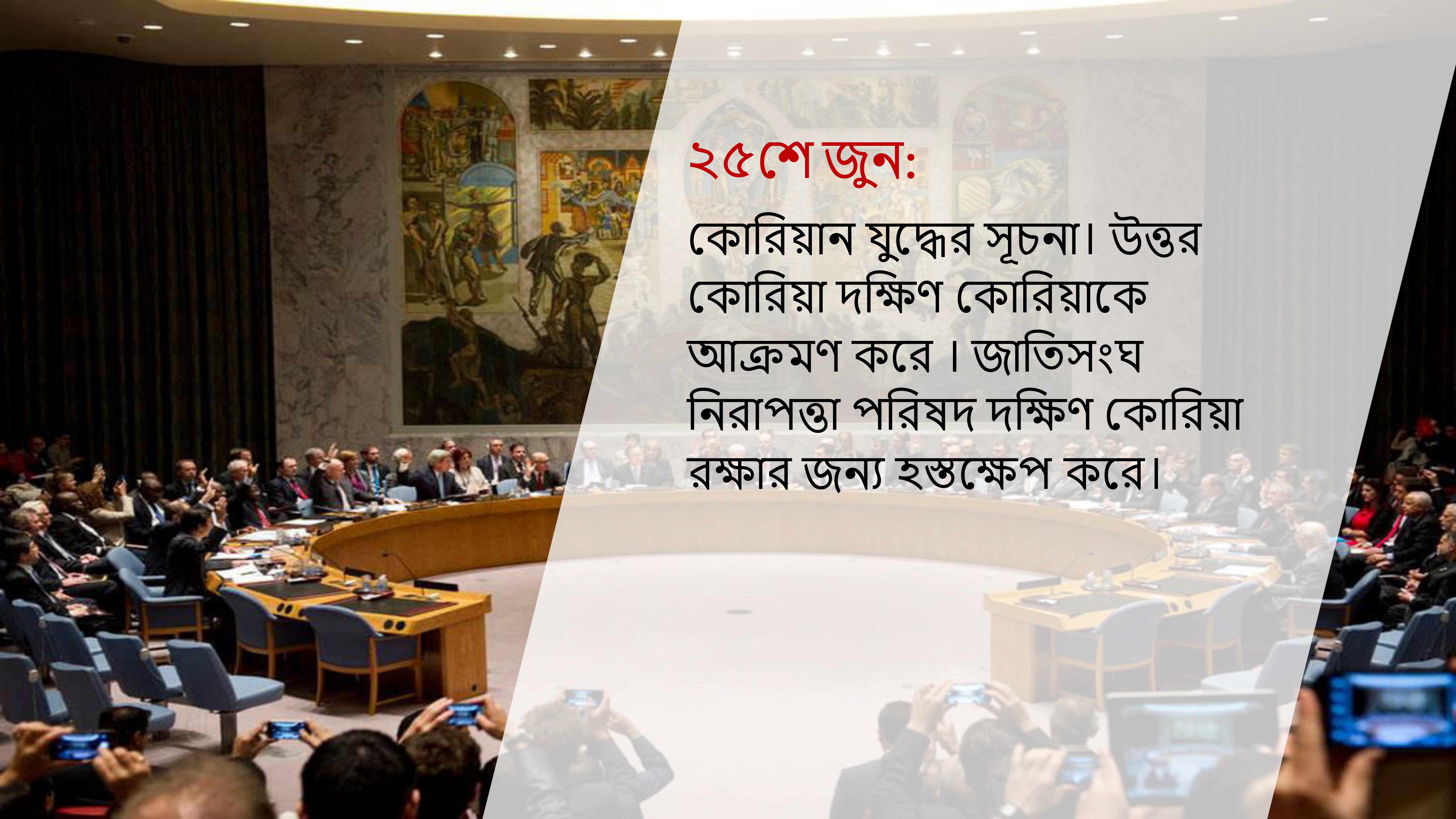

২৫শে জুন:

কোরিয়ান যুদ্ধের সূচনা। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়া রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করে।

1951

সেপ্টেম্বর ১:

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র **ANZUS** চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে তিনটি দেশ এক হয়।

জুলাই ২৩:

জামাল আবদেল নাসের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিশরের রাজা ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করে।

ফেব্রুয়ারি ২৮:

বলকান চুক্তিটি গ্রিস, তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়া এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মূল লক্ষ্য সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদকে বাধা দেওয়া।

জুলাই ২৬:

কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়।

জুলাই ২৭-

মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার পারমানবিক হামলার হুমকি দিলে দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়।

1954

মে ৭: ভিয়েতনাম ফ্রান্সকে দিয়েন বিয়েন ফুতে পরাজিত করে।

কম্বোডিয়া, লাওস, উত্তর ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম - চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র রেখে ফ্রান্স ইন্দোচীন থেকে সরে আসে।

সেপ্টেম্বর ৮: অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা দক্ষিণ পূর্ব এশীয় চুক্তি সংস্থার (SEATO) ফাউন্ডেশন।

ন্যাটো-র মতো এটিও ফিলিপাইন এবং ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ডিসেম্বর ২: সিনো-আমেরিকান মিউচুয়াল প্রতিরক্ষা চুক্তিঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্বাক্ষর হয়।

1955

২৪ ফেব্রুয়ারি: বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিতঃ ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্য। এটি মধ্য প্রাচ্যে কমিউনিস্ট সম্প্রসারণকে প্রতিহত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

১৮ এপ্রিল: এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন (এটি ব্যান্দুং সম্মেলন নামেও পরিচিত) ইন্দোনেশিয়ার ব্যান্দুং এ অনুষ্ঠিত হয়।

এপ্রিল: জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় যাদের মাধ্যমেঃ জওহরলাল নেহেরু (ভারত), সুকর্ণ (ইন্দোনেশিয়া) ,মার্শাল টিটো (যুগোস্লাভিয়া), জামাল আবদেল নাসের (মিশর) এবং নক্রুমা (ঘানা)।

এই আন্দোলনটি তখনকার বিশ্বের 'বিপজ্জনক মেরুকরণের' বিরুদ্ধে এবং ক্ষুদ্র দেশগুলির স্বার্থে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার চেষ্টা করে।

১৪ই মে: Warsaw Pact পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এটি ন্যাটোতে বিপক্ষ কমিউনিস্ট সামরিক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

১ নভেম্বর: ভিয়েতনাম যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত।

1956

জুলাই: মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে।

২৯ অক্টোবর: সুয়েজ সঙ্কট: নাসেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ফ্রান্স, ইসরায়েল এবং যুক্তরাজ্য মিশরে আক্রমণ করেছিল।

1957

৪ অক্টোবর: স্পুটনিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ।

৩ নভেম্বর: লাইকা কুকুর সহ স্পুটনিক 2 উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

1958

অক্টোবর ১: ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা **নাসা** গঠিত হয়েছে।

1961

১২ এপ্রিল: সোভিয়েত ইউনিয়ন ভোস্টক 1 সাফল্যের সাথে চালু করলে ইউরি গাগারিন মহাকাশে প্রথম মানব হিসেবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

১৩ আগস্ট: জার্মানির ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আলোচনায় বিচ্ছেদের পরে সোভিয়েতরা **বার্লিন ওয়ালটি** তৈরি করেছিল।

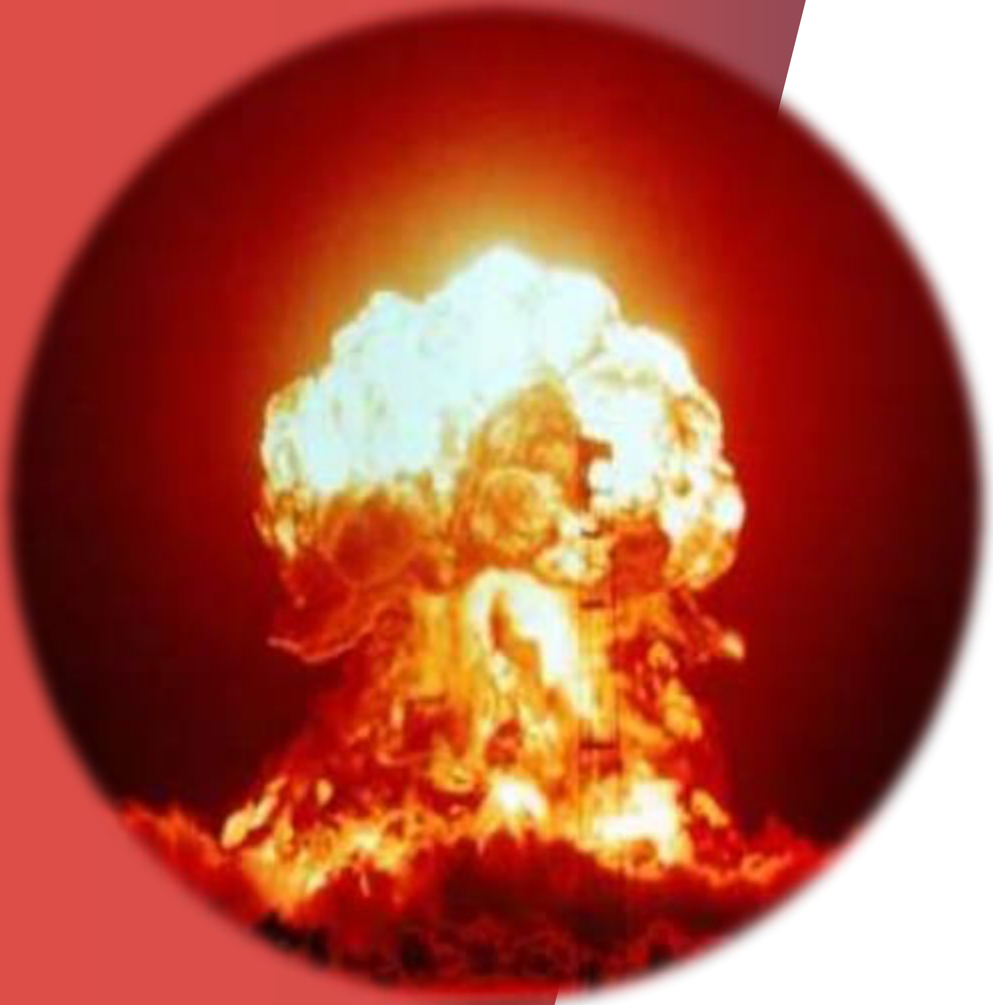

৩০ অক্টোবর: সোভিয়েত ইউনিয়ন ‘জার বোম্বা’ বিস্ফোরণ ঘটায়, এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা, যার মধ্যে প্রায় ৫০ মেগাটন বিস্ফোরক ছিল।

১৬ ই অক্টোবর:

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট: সোভিয়েতরা গোপনে মার্কিন মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৯০ মাইল দূরে কিউবার উপর পারমাণবিক অস্ত্র সহ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত, উভয় পক্ষই একটি সমঝোতায় পৌঁছে।

২২ অক্টোবরে জনসম্মুখে এই সঙ্কট সম্পর্কে অভিহিত করেন প্রেসিডেন্ট

1963

৫ আগস্ট: আন্ডারগ্রাউন্ড বাদে অন্য কোথাও পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউএসএসআর দ্বারা আংশিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৬ ই অক্টোবর: চীন তার প্রথম পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষা চীনকে বিশ্বের পঞ্চম পারমাণবিক শক্তিতে তৈরি করে।

1965

৫ আগস্ট:

দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা।

২৫ মে: ভারতে গণজাগরণ সম্প্রসারণ উপলক্ষে নকশাল নামে মাওবাদী একটি সহিংস, মার্কিন বিরোধী এবং অ্যান্টি-সোভিয়েত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫ জুন: মিশরের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইসরায়েল ছয় দিনের যুদ্ধ শুরু করে সিনাই উপদ্বীপে আক্রমণ করেছিল।

১৭ জুন: চীন তার প্রথম হাইড্রোজেন বোমাটি বিস্ফোরণ করেছিল।

১ জুলাই: পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ সম্পর্কিত চুক্তি (এনপিটি) স্বাক্ষরের জন্য খোলা হয়।

১৪ জুলাই: ডিফেন্ডার হিসাবে হন্ডুরাস এবং আক্রমণকারী হিসাবে এল সালভাদোরের মধ্যে **ফুটবল যুদ্ধের** সূচনা।

১৬ জুলাই: অ্যাপোলো 11 উৎক্ষেপণ করা হয়।

২০ জুলাই: প্রথম মানুষ নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে অবতরণ করে।

1970

৫ মার্চ: ইউনাইটেড কিংডম, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা অনুমোদিত, পারমাণবিক অস্ত্রের অপসারণ (এনপিটি) সম্পর্কিত চুক্তি কার্যকর হয়।

১২ আগস্ট: সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম জার্মানি মস্কোর চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

1971

২৬ মার্চ: বাংলাদেশি স্বাধীনতার ঘোষণা। শুরু হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

২৫ অক্টোবর: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের রেজোলিউশন পাসের মাধ্যমে চীন একমাত্র বৈধ সরকার হিসাবে চীন গণপ্রজাতন্ত্রী স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলে তাইওয়ান জাতিসংঘে তার সদস্যপদ হারায়।

১৬ ডিসেম্বর: পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনা বাহিনীর লেঃ জেনারেল এ.কে. নিয়াজী আত্মসমর্পণের ইন্সট্রুমেন্টে স্বাক্ষর করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে যা বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার দ্বারা গৃহীত হয়।

1972

১০ এপ্রিল: জৈবিক অস্ত্র কনভেনশন জৈবিক অস্ত্রের উত্পাদন, উন্নয়ন এবং মজুদকরণ নিষিদ্ধ করার জন্য স্বাক্ষরিত হয়।

২৬ মে: কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনা (সল্ট-১) চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআর মধ্যে বৈরিতার অবসানের ইঙ্গিত দেয়।

1973

২৭ জানুয়ারি: প্যারিস পিস অ্যাকর্ডস ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার জড়িত থাকার অবসান ঘটায় ।

২১ জুন: পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানি প্রত্যেকে জাতিসংঘে সদস্য হয়।

৬ অক্টোবর: আরব-ইসরায়েলের চতুর্থ যুদ্ধ যুদ্ধবিরতি দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল।

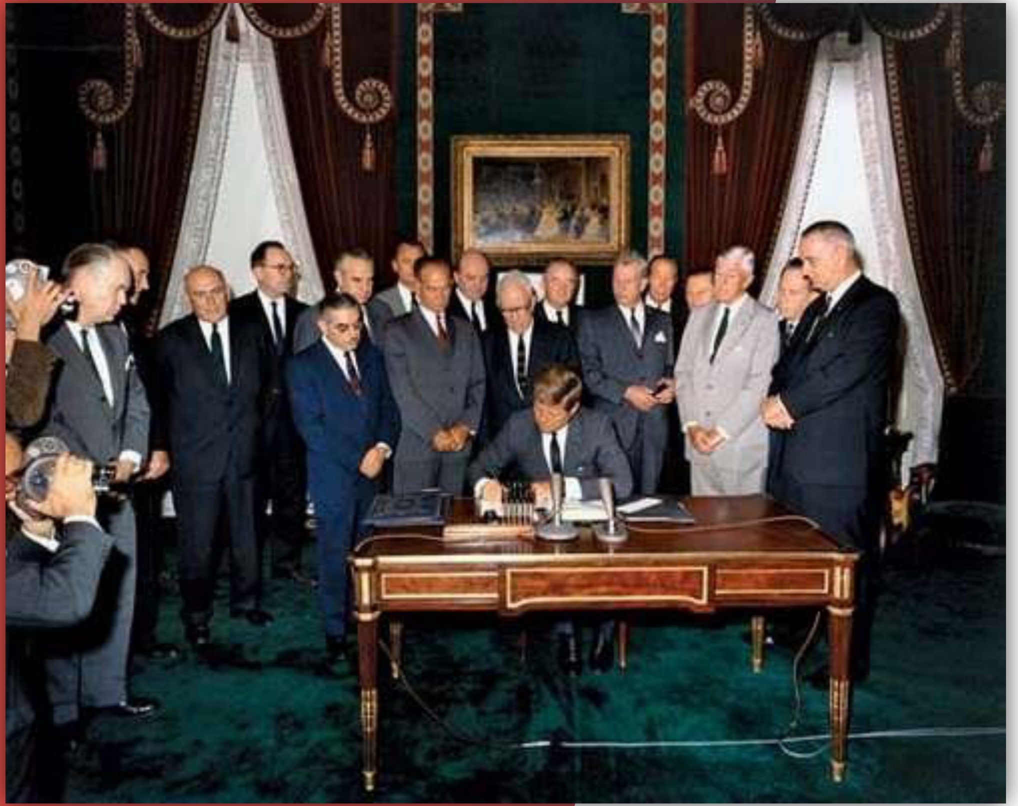

1974

৪ সেপ্টেম্বর: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব জার্মানি কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করে।

২৪ নভেম্বর: সল্ট দ্বিতীয় চুক্তিটি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ভ্লাদিভোস্টক সামিট সভায় খসড়া হয়।

1975

৩০ এপ্রিল: উত্তর ভিয়েতনাম ‘ভিয়েতনাম যুদ্ধে’ জয়লাভ করে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকারের আত্মসমর্পণের সাথে সাইগনের পতন হয় এবং দুটি দেশ একটি কমিউনিস্ট সরকারের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

জুলাই: অ্যাপোলো-সয়ুজ টেস্ট প্রকল্পটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচির প্রথম যৌথ উড্ডয়ন। মিশনটি তাদের বৈরিতার অবসানের প্রতীক এবং "মহাকাশ প্রতিযোগিতার" সমাপ্তির হিসাবে দেখা হয় ।

ডিসেম্বর: অপারেশন সেরোজাতে ইন্দোনেশিয়ার ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনী পূর্ব তিমুর আক্রমণ করে।

এর আগের দিন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর সাথে বৈঠকে আক্রমণের সংকেত দেন।

1976

২ জুলাই:

ভিয়েতনাম পুনরায় একত্রিত হয়।

1978

২৭ এপ্রিল: আফগানিস্তান এর রাষ্ট্রপতি সরদার মোহাম্মদ দাঊদকে প্রো-কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

1979

জানুয়ারি ১৬:

ইরানী বিপ্লব এর ফলে পশ্চিমাপন্থী শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলাভি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে একটি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যাবস্থা চালু হয়।

১৮ জুন:

মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার এবং সোভিয়েত নেতা লিওনিড ব্রেজনেভ, পারমাণবিক অস্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং গাইডলাইনটির রূপরেখা হিসাবে সল্ট-২ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

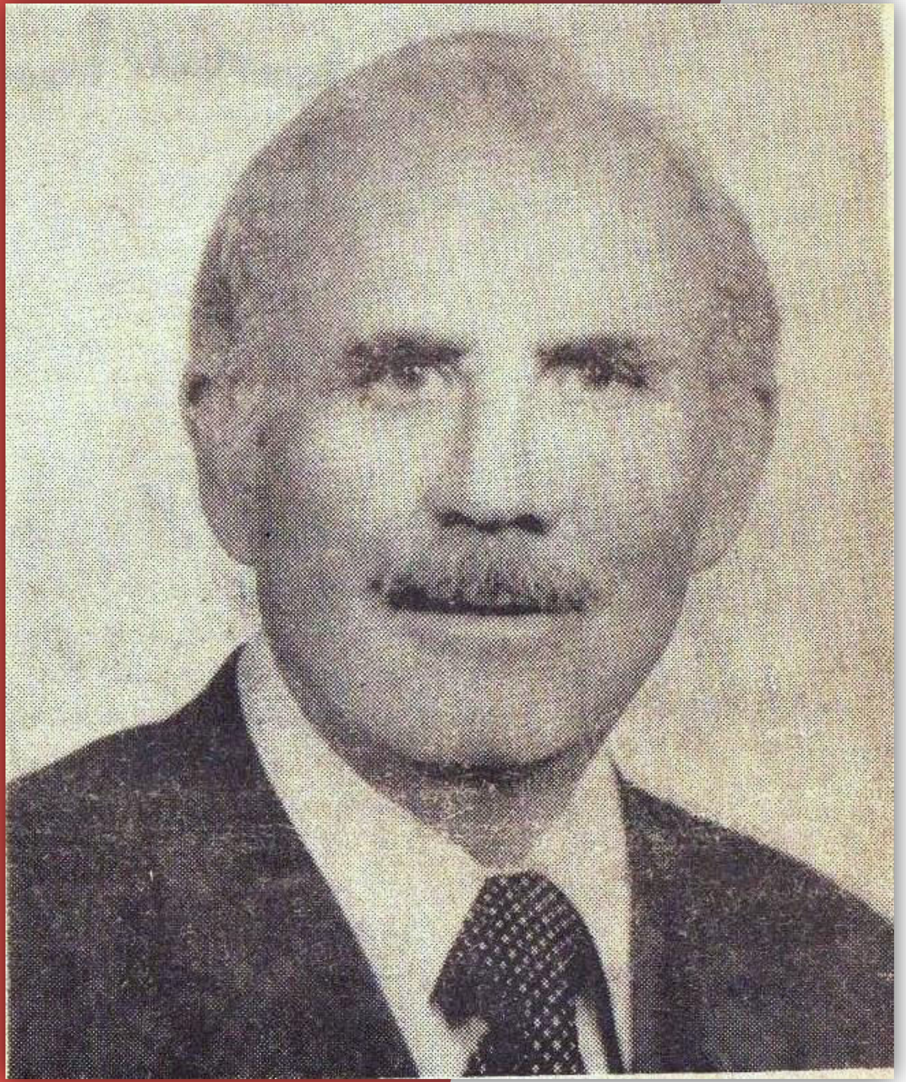

১৭ জুলাই: মার্কসবাদী নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীদের উৎখাত এর জন্য নিকারাগুয়ায় মার্কিন সমর্থিত কন্ট্রা বিদ্রোহ শুরু হয়।

সেপ্টেম্বর: আফগানিস্তানের মার্কসবাদী রাষ্ট্রপতি নূর মোহাম্মদ তারাকিকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদটি প্রধানমন্ত্রী হাফিজুল্লাহ আমিন গ্রহণ করেন।

৪ নভেম্বর:

খোমেনিপন্থী ইরানের শিক্ষার্থীরা সাবেক শাসক রাজা রেজা পাহলভির বিচারের দাবিতে আমেরিকান দূতাবাস ঘেরাও করে।

ইরান জিম্মি সঙ্কট ২০ জানুয়ারি, ১৯৮১ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

২১ ডিসেম্বর: রোডেসিয়ান বুশ যুদ্ধ ল্যানকাস্টার হাউস চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শেষ হয় । জিম্বাবুয়ে যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

২৪ ডিসেম্বর: সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ করে হাফিজুল্লাহ আমিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সোভিয়েত-আফগানিস্তান যুদ্ধ শুরু করে।

1980

জানুয়ারি ২৩:

কার্টার ডক্ট্রিন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে উপসাগরীয় দেশগুলিকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

কার্টার ডক্ট্রিন হল একটি নীতি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার তার স্টেট অফ দ্যা ইউনিয়ন ভাষণে ১৯৮০ সালের ২৩ শে জানুয়ারি ঘোষণা

২ এপ্রিল:

ফকল্যান্ড যুদ্ধঃ আর্জেন্টিনা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করে।

১৪ ই জুন: ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ হস্তক্ষেপে মুক্তি পায়। ফকল্যান্ডস যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

২৩ শে মার্চ: রোনাল্ড রিগান কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ (এসডিআই বা ‘স্টার ওয়ার্স’) প্রস্তাব করেন।

1985

১১ ই মার্চ: মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা হন।

২১ নভেম্বর:

রিগান এবং গর্বাচেভ প্রথমবারের মতো সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন, যেখানে তারা আরও দুটি (পরে তিনটি) শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে সম্মত হন।

1986

২৬ এপ্রিল:

চেরনোবিল বিপর্যয়: ইউক্রেনের একটি সোভিয়েত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বিস্ফোরিত হয়, যার ফলে ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা ঘটে।

অক্টোবর ১১-১২:

রেইকাজিক সামিট: পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে একটি যুগান্তকারী সম্মেলন।

1987

১৬ জানুয়ারি: পার্টির মধ্যে আদিবাসীরা গর্বাচেভের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নীতিগুলি (পেরেস্ত্রইকা) বিরোধিতা করেছেন। গর্বাচেভের আশা করেছিলেন স্বচ্ছতা, আলোচনা এবং অংশগ্রহণের উদ্যোগের মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণ পেরেস্ত্রইকাকে সমর্থন করবে।

৮ ই ডিসেম্বর:

ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান এবং সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ পারমাণবিক বাহিনী চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

পরে কেউ কেউ দাবি করেন যে এটি হ'ল স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক সূচনা।

গর্বাচেভ স্টার্ট-১ চুক্তি অনুমোদনে সম্মতি জানান।

1988

১৫ মে: সোভিয়েতরা আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে শুরু করে।

ডিসেম্বর: গোরবাচেভ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে দেওয়া ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পূর্ব ইউরোপে সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।

1989

২ ফেব্রুয়ারি: সোভিয়েত সেনা আফগানিস্তান থেকে সরে আসে।

জুন ৪:

তিয়ানানমেন স্কয়ার গণহত্যা: বেইজিংয়ের তিয়ানানমেন স্কয়ারে গণতন্ত্রীপন্থী ছাত্রদের বিক্ষোভে কমিউনিস্ট চীনা সরকার ট্যাংক ব্যবহার করে, ফলে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

১৮ অক্টোবর: হাঙ্গেরিয়ান সংবিধান সংশোধন করে একটি বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের অনুমতি দেয়।

৯ নভেম্বর:

পূর্ব ইউরোপের বিপ্লব: সোভিয়েত সংস্কার পূর্ব ইউরোপকে সেখানকার কমিউনিস্ট সরকারগুলিকে পরিবর্তনের অনুমতি দেয়।

৩ ডিসেম্বর: মাল্টা শীর্ষ সম্মেলন শেষে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ এইচডব্‌লু বুশ ঘোষণা করেছেন যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির যুগ শুরু হয়েছে।

অনেক পর্যবেক্ষক এই শীর্ষ সম্মেলনকে স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক সূচনা বলে মনে করেন।

১১ মার্চ: লিথুয়ানিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

২৯ মে: রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বোরিস ইয়েলতসিন।

আগস্ট ২: ইরাক কুয়েত আক্রমণ করে উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু করে।

২০ আগস্ট: এস্তোনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

২৩ আগস্ট: আর্মেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে।

৩ অক্টোবর: জার্মানি পুনরায় মিলিত হয়।

১৫ অক্টোবর: মিখাইল গর্বাচেভকে নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেওয়া হয়।

1991

৯ ফেব্রুয়ারি:

লিথুয়ানিয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি:

উপসাগরীয় যুদ্ধের সমাপ্তি।

৩ মার্চ: এস্তোনিয়া এবং লাটভিয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত।

৩১ মার্চ: সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে জর্জিয়ার একটি স্বাধীন গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

৯ এপ্রিল: জর্জিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১লা জুলাই: ওয়ার শ' চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলীন হয়।

১৯ আগস্ট: ১৯৯১ এর সোভিয়েত অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। ২০ আগস্ট স্বাক্ষরিত একটি নতুন ইউনিয়ন চুক্তির জবাবে আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটে।

২৪ আগস্ট: ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

২৭ আগস্ট: মলডোভা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।

৩১ আগস্ট: উজবেকিস্তান এবং কিরগিজস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

৯ সেপ্টেম্বর: তাজিকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

২১ সেপ্টেম্বর: ১৯৯০ সালের আগস্টে স্বাধীনতার ঘোষণা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার পক্ষে আর্মেনিয়া একটি স্বাধীন গণভোটের আয়োজন করে।

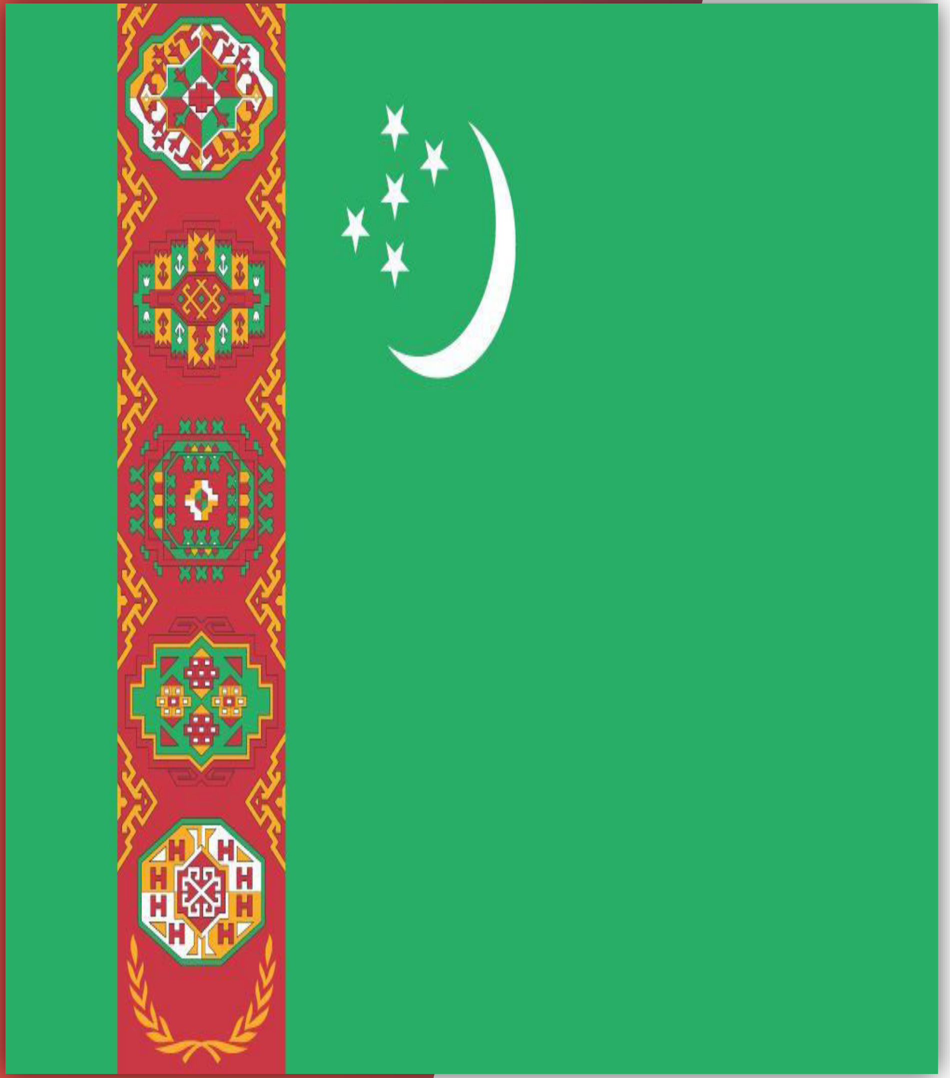

২৭ অক্টোবর: তুর্কমেনিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

১৬ ডিসেম্বর: কাজাখস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

২৫ ডিসেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, বোরিস ইয়েলতসিনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে স্নায়ু যুদ্ধের সমাপ্তির স্বীকৃতি জানিয়ে ক্রিসমাস দিবসের ভাষণ দেন।

মিখাইল গর্বাচেভ ইউএসএসআর এর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

২৬ ডিসেম্বর:

ইউএসএসআর রিপাবলিক অব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপকে স্বীকৃতি দেয় এবং শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে নিজেকে বিলীন করার সিদ্ধান্ত নেন।